FOR GENERAL STUDENT ONIY [2ND SEM]

STUDY MATERIAL/CLASS NOTE NO – 01

E- LEARNING RESOURCES/ BHATTER COLLEGE,DANTAN

SUBJECT- POLITICAL SCIENCE GENERAL

CLASS - B.A. GENERAL 2ND SEMESTER [CBCS]
NAME – PROF. LAKSHMAN BHATTA

TOPIC – PARTIES AND PARTY SYSTEMS IN INDIA

PAPER - DSC - 1B [CC-2] ; INDIAN GOVERNMENT AND POLITICS

UNIT-6 - PARTIES AND PARTY SYSTEMS IN INDIA

SOURCE ;

1] ভারতের শাসনব্যবস্থা ও রাজনীতি – এ . মহাপাত্র।

2] PARTY SYSTEM IN INDIA – R. DIWAKAR

PARTIES ;AND PARTY SYSTEM IN INDIA

রাজনৈতিক দলসমূহের গঠন ও ভূমিকা:-

রাজনৈতিক দল এমন একটি সংগঠন :যার সদস্যগণ রাষ্ট্রের সমস্যা সম্পর্কে ঐকমত্য পোষণ করে এবং নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে ক্ষমতা দখলের মাধ্যমে, গৃহীত বাস্তবায়ন করতে সচেষ্ট হয়।

সংখ্যার ভিত্তিতে দলীয়ব্যবস্থাকে প্রধানত: তিনটি শ্রেণিতে বিভক্ত করা হয়-

১] একদলীয় ব্যবস্থা,

২] দ্বিদলীয় ব্যবস্থা,

৩] বহুদলীয় ব্যবস্থা।

১] একদলীয় ব্যবস্থা:

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্ব জার্মানিতে হিটলারের নাৎসি দল, ইতালিতে মুসোলিনীর ফ্যাসিস্ট দল এবং ১৯১৭ সালে সোভিয়ের রাশিয়ায় একদলীয় সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়।

২] দ্বিদলীয় ব্যবস্থা:

দ্বিদলীয় ব্যবস্থায় সাধারণত রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের প্রতিদ্বন্দ্বতা প্রধান দুটি প্রতিদ্বন্দ্বীদলের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে ডেমোক্রেটিক পার্টিও রিপাব্লিকান পার্টি এবং গ্রেট ব্রিটেনে রক্ষণশীল দল ও শ্রমিক দল দ্বিদলীয় ব্যবস্থার উজ্জ্বল উদাহরন।

৩] বহুদলীয় ব্যবস্থা:

একটি গনন্তান্ত্রিক রাষ্ট্রে যখন দুটির বেশি দল রাজনোইতিক ক্ষমতা লাভের লড়াইয়ে কার্যকর ভূমিকা পালন করে, তাকে বহুদলীয় ব্যবস্থা বলে।

গণতান্ত্রিক শাসন রাজনোইতিক শক্তির মূল উৎস হলো: জনগণ। রাজনৈতিক দল শান্তিপূণ উপায় নির্বাচনের মাধ্যমে: সরকার বদলে সাহায্য করে। গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায়: বিভিন্ন প্রকার স্বাথন্বেষী গোষ্ঠী রাজনৈতিক দলগুলোর মাধ্যমে নিজেদের দাবি সরকারের নিকট তুলে ধরে ।এভাবে সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায়: সরকারি এবং বিরোধীদলের ভূমিকা থাকে। সংসদ অর্থবহ করতে: উভয় সংসদকে কার্যকর দলের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতামূল কসম্পর্কের প্রয়োজন। সংসদীয় গণতন্ত্রে :সরকারি দল এবং বিরোধী দল কে অবশ্যই পরস্পরের মতামতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে হবে। সরকারি দলের কাজকর্মের গঠনমূলক সমালোচনা: বিরোধী দলের অত্যাবশকীয় কাজ।

পৃথিবীর প্রথম সংগঠিত রাজনোইতিক দল: ডেমোক্রেটিক পার্টি। রাজনৈতিক দল নীতি ও কর্মসূচির ভিত্তিতে গড়ে ওঠে। নেতৃত্ব বলতে বোঝায়:নেতার গুনাবলি। নেতৃত্ব ব্যাক্তির: সামাজিক গুণ।প্রতিনিধিত্ব মূলক গণতন্ত্রের মূলভিত্তি রাজনৈতিক দল। জনগণ ও সরকারের মধ্যে সেতুবন্ধনের কাজ করে: রাজনৈতিক দল ।

অন্যান্য গণতন্ত্রের সাথে তুলনা করলে, ভারতে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার ইতিহাসের প্রচুর রাজনৈতিক দল ছিল।অনুমান করা যায় যে 1947 সালে ভারত স্বাধীন হওয়ার পরে ২০০- এর ও বেশি দল গঠিত হয়েছিল।ভারতে রাজনৈতিক দলগুলির নেতৃত্ব সাধারণত সুপরিচিত পরিবার গুলির সাথে অন্তর্নিহিত হয় যাদের বংশীয়নেতারা সক্রিয় ভাবে একটি দলে প্রভাবশালী ভূমিকা পালন করে।তদুপরি, দলীয় নেতৃত্বের ভূমিকা প্রায়শই একই পরিবারগুলিতে পরবর্তী প্রজন্মের কাছে স্থানান্তরিত হয়।ভারতের দুটি প্রধান দল

হ'ল ভারতীয় জনতা পার্টি, যা বিজেপি নামেও পরিচিত, যা শীর্ষ স্থানীয় ডান পন্থীদল, এবং ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস, যাকে সাধারণত আইএনসি বা কংগ্রেস বলা হয়, যা নেতৃস্থানীয় কেন্দ্র-বাম দিকে ঝোঁকানো দল।এই দুটি দল জাতীয় রাজনীতিতে আধিপত্য বজায় রেখেছে, উভয়ই তাদের নীতিগুলি আলগা ভাবে বামে – ডান রাজনৈতিক বর্ণালীতে তাদের জায়গা গুলিতে মেনে চলছে।বর্তমানে সাতটি জাতীয় পার্টি এবং আরও অনেক রাজ্য দল রয়েছে।

ভারতের প্রতিটি রাজনৈতিক দল – জাতীয় বা আঞ্চলিক / রাজ্য দল – এর একটি চিহ্ন থাকতে হবে এবং অবশ্যই ভারতের নির্বাচন কমিশনে নিবন্ধিত হতে হবে।রাজনৈতিক দলগুলি চিহ্নিত করার জন্য ভারতীয় রাজনৈতিক ব্যবস্থায় প্রতীক গুলি ব্যবহৃত হয় যাতে নিরক্ষররা যাতে দলের প্রতীক গুলি স্বীকৃতি দিয়ে ভোট দিতে পারে।

সিম্বলস অর্ডারে বর্তমান সংশোধনীতে কমিশন নিম্নলিখিত পাঁচটি মূলনীতির উপর জোর দিয়েছে:

জাতীয় বা রাষ্ট্রীয় একটি দলের অবশ্যই আইনসভার উপস্থিতি থাকতে হবে।

একটি জাতীয়দলের আইনসভা উপস্থিতি লোকসভায় থাকতে হবে।একটি রাজ্যদলের আইনসভা উপস্থিতি অবশ্যই রাজ্যবিধান সভায় থাকতে হবে।

একটি দলকে বল তার নিজস্ব সদস্যদের মধ্যে থেকে প্রার্থী সেটআপ করতে পারে।

যে পক্ষ তার স্বীকৃতি হারিয়ে ফেলেছে তা অবিলম্বে তার প্রতীকটি হারাবে না তবে তার অবস্থান টি পুনরুদ্ধার করার জন্য এবং কিছু সময়ের জন্য সেই প্রতীকটি ব্যবহার করার অনুমতি পাবে। (তবে, দলকে এ জাতীয় সুবিধা প্রদানের অর্থ এটিতে অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার সম্প্রসারণের অর্থ হবে না, যেমন স্বীকৃত দলগুলির কাছে যেমন দূরদর্শন বা এআইআর-এ অবসর সময়, ভোটার তালিকা গুলির অনুলিপি সরবরাহ ইত্যাদি উপলব্ধ থাকে)

কোনও দলকে কেবল নির্বাচনে তার নিজস্ব পারফরম্যান্সের ভিত্তিতে স্বীকৃতি দেওয়া উচিত, কারণ এটি অন্যকোনও স্বীকৃতদলের একটি স্প্লিন্টার গ্রুপ নয়।

নির্ণায়ক

একটি রাজনৈতিক দল জাতীয় দল হিসাবে স্বীকৃতি পাওয়ার যোগ্য হবে যদি:

জনগণের হাউস বা রাজ্যবিধান সভায় সাধারণ নির্বাচনকালে এটি যে কোনও চার বা ততোধিক রাজ্যে প্রাপ্ত বৈধ ভোটের কমপক্ষে ছয় শতাংশ (%%) লাভকরে; এবংএছাড়াও, এটি কোন ওরাজ্য বা রাজ্য থেকে জনগণের হাউসে কমপক্ষে চারটি আসন জিতেছে।অথবা এটি হাউস অফ পিপল-এ কমপক্ষে দুই শতাংশ (২%) আসন জিতেছে (অর্থাত্, বর্তমান সভায় ১১৩টি আসনে ৫৪৩ সদস্য রয়েছে) এবংএই সদস্য রা কমপক্ষে তিনটি পৃথক রাজ্য থেকে নির্বাচিত হন।

তেমনি, একটিরাজনৈতিকদলরাষ্ট্রীয়দলহিসাবেস্বীকৃতহওয়ারঅধিকারীহবে, যদি:

এটি একটি সাধারণ নির্বাচনে রাজ্যে প্রাপ্ত বৈধ ভোটের কম পক্ষে ছয় শতাংশ (%%), জনগণের হাউস বা সম্পর্কিত রাজ্যের আইনসভায় প্রাপ্ত; এবং

এছাড়াও, এটি সম্পর্কিত রাজ্যের আইনসভায় কমপক্ষে দুটি আসন জিতেছে। অথবা এটি রাজ্যের বিধানসভায় মোট আসনের কমপক্ষে তিন শতাংশ (৩%) জিতেছে বা বিধানসভায় কমপক্ষে তিনটি আসন জিতেছে, যেটিবেশি।

PARTY SYSTEM IN INDIA

1. একটি পার্টি আধিপত্য ব্যবস্থা:

ভারতে পার্টির ব্যবস্থাটি ব্রিটেন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দুটি পার্টি সিস্টেমের সাথে খাপ খায় না।

একই সাথে, এটি মূলত ফ্রান্স এবং ইতালির মতো দেশগুলির বহুপদীমডেল থেকে আলাদা কারণ ভারতের একাধিক দল স্বাধীনতার পর থেকে রাজনৈতিক দৃশ্যে আধিপত্য রেখে অন্য সকলকে ছাপিয়ে গেছে।

দেশটি স্বাধীনতা অর্জনের পরে কংগ্রেস ব্যবস্থা উত্থিত হয়েছিল। 1947 থেকে 1967 সাল পর্যন্ত এবং1971 থেকে 1997সাল পর্যন্ত এবং 1980থেকে1989পর্যন্ত এই ব্যবস্থাটি ভারতীয় রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল, তার স্বাধীনতা-উত্তর উন্নয়নে তিনটি স্বতন্ত্র পর্যায়ে বিস্তৃত ছিল।

সুতরাং, কংগ্রেস, যা স্বাধীনতার আগে ব্যাপক ভিত্তিক জাতীয়তাবাদী আন্দোলন হিসাবে কাজ করেছিল, নিজেকে জাতির প্রভাবশালী রাজনৈতিক দলে রূপান্তরিত করেছিল। এ কারণেই মরিস জোন্স-এর মতোভারতীয় রাজনীতির পর্যবেক্ষকরা ভারতীয় পার্টি সিস্টেমকে "একদলীয় আধিপত্য" বলে বর্ণনা করেছেন এবং রজনী কোঠারি "ওয়ান পার্টির আধিপত্য ব্যবস্থা" বা "কংগ্রেস সিস্টেম" নামে পরিচিত।

2. একটি বহু-পার্টি সিস্টেম:

1967 সালে কংগ্রেস ব্যবস্থা ভেঙে যাওয়ার পর থেকে ভারতীয় দলগুলি বহু-দলীয় পদ্ধতির ক্যাটাগরিতে ফিট করে। ভারতে সাতটি জাতীয় পার্টি এবং 48 টি রাজ্য দল রয়েছে।

৩. শক্তিশালী বিরোধিতার অভাব

ভারতে শক্তিশালী সুসংহত বিরোধী দল নেই।সংসদীয় গণতন্ত্রের সাফল্যের জন্য একটি শক্তিশালী বিরোধীতা জরুরি। বিরোধীদের মূল কাজটি হ'ল সরকারের ত্রুটিগুলি তুলে ধরা এবং জনগণের মতামতের প্রতি প্রতিক্রিয়াশীল হতে বাধ্য করা।

৪. জাতীয় নেতৃত্ব

ইন্ডিয়ান পার্টি সিস্টেম নেতার ভূমিকাকে মূল্য দেয়। কোনও পক্ষের ক্যারিশম্যাটিক নেতা থাকা বন্ধ হয়ে গেলে তা হ্রাস পেতে শুরু করে। জওহরলালনেহেরুর মৃত্যুর পরে এবং মিসেস ইন্দিরা গান্ধী কংগ্রেস বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছিল। ডাঃ শ্যামা প্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যুর ফলে জনসঙেঘরঅপূরণীয় ক্ষতি হয়েছিল। একইভাবেডাঃ রাম মনোহর লোহিয়া এবং সি। রাজগোপালচারী যথাক্রমে সমাজতান্ত্রিক শক্তি এবং স্বাধীন পার্টি খুব দ্রুত হ্রাস পেয়েছেন।

৫. আদর্শিক প্রতিশ্রুতি অভাব:

ভারতে রাজনীতি আদর্শের ভিত্তিতে নয় বরং ইস্যুমুখী হয়ে উঠেছে। কেন্দ্রে জাতীয় ফ্রন্ট সরকারের অস্তিত্ব ছিল ইস্যুমুখী রাজনীতির এক দারুণ উদাহরণ যা চরম বাম সিপিআই (এম) থেকে চরম ডানদিকে (বিজেপি) সমর্থন পেয়েছিল। একাত্তরের পর থেকে, নির্বাচনগুলি একটি রাজনৈতিক দলের আদর্শের অন্তর্নিহিত শক্তির ভিত্তিতে নয়, ভোটারদের কাছে তাত্ক্ষণিক উদ্বেগের ভিত্তিতে জিতেছে।

৬ . আঞ্চলিক দলগুলির উত্থান:

ভারতে বেশ কয়েকটিসর্বভারতীয় দল এবং আঞ্চলিক দলগুলি সংখ্যা ও প্রভাব বর্ধনে বেড়েছে। সুতরাং, এডিএমকে অনুসরণ করে তামিলনাড়ু ডিএমকে-র একটি দুর্গে পরিণত হয়েছে; পাঞ্জাবের আকালি দল রয়েছে; অসমে এজিপি শাসিত হয়েছে; জম্মু ও কাশ্মীর জাতীয় সম্মেলন দ্বারা পরিচালিত এবং মহারাষ্ট্রের রাজনীতিতে শিবসেনা একটি শক্তিশালী শক্তি হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছে।

ডিএমকে, শিরোমণি আকালী দল ও জাতীয় সম্মেলনের মতো কিছু আঞ্চলিক দলগুলি দেশের স্বাধীনতার পরেই আবির্ভূত হয়েছিল। এই দলগুলি আঞ্চলিক ভিত্তিক জাতিগত বা ধর্মীয়-সাংস্কৃতিক পরিচয় রক্ষার চেষ্টা করে এবং চেষ্টা করে।

৭) . দলগুলোর মধ্যে দলাদলি:

সব রাজনৈতিক দলই দলাদলি হতে থাকে। অ-সাম্যবাদী দলগুলিতে দলাদলের নেতারা সম্প্রদায়, বর্ণ বা ধর্মীয় নেতাদের মধ্যে থাকে যাঁরা বিভিন্ন বর্ণ বা সম্প্রদায়ের সদস্যদের মধ্যে দক্ষতার সাথে পৃষ্ঠপোষক-ক্লায়েন্ট সম্পর্ক তৈরি করেছেন।

এই জাতীয় দলীয় নেতারা দল ও সরকারের মধ্যে রাজনৈতিক প্রভাবের জন্য নিজেদের মধ্যে দেখেন, রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীদের ক্ষমতার বাইরে রাখার জন্য একে অপরের সাথে রাজনৈতিক জোটে প্রবেশ করেন। এই দলীয় জোটের বেশিরভাগই অ-আদর্শিক; তারা একটি ভাল চুক্তিতে স্থানান্তরিত করার ঝোঁক রাখে, এইভাবে দলগুলিকে প্রবাহিত অবস্থায় রাখে।

৮. সাম্প্রদায়িকতা এবং বর্ণবাদ:

সাম্প্রদায়িকতা কেবল ভারত এবং এশিয়ার অন্যান্য দেশগুলিতে সীমাবদ্ধ একটি ঘটনা নয় । তবে এটি বিশ্বের অনেক জায়গায় যেমন জার্মানি, সুইডেন এবং ডেনমার্ক ইত্যাদিতে দেখা যায় । ভারত এর বিষয়টি হ'ল তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষ ব্যক্তি এবং দলগুলিও গ্রহণ করে সাম্প্রদায়িকতার প্রতি একটি সুবিধাবাদী মনোভাব।

৯. ক্ষমতার বাইরে অতিরিক্ত সংবিধানের অর্থ ব্যবহার:

যদিও সরকারী দফতরের সর্বাধিক সংখ্যক আসন দখল করার জন্য নির্বাচনী প্রচার ও প্রচারণা একটি প্রচেষ্টা, যদিও এই দলগুলির প্রধান কাজ বলে বলা হয়, খুব কম দলই কেবল এই বৈধ পদ্ধতি ব্যবহার করে সম্মানজনকভাবে প্রদর্শন করতে সক্ষম হয়able ফলস্বরূপ সমস্ত মতাদর্শগত অনুশাসনের রাজনৈতিক দলগুলি তাদের সুবিধার জন্য ঘন ঘন রাজনৈতিক বা সামাজিক অসন্তুষ্টি কাজে লাগানোর চেষ্টা করে।

তারা নাগরিক অবাধ্যতা, গণ-বিক্ষোভ, ধর্মঘট ও প্রতিবাদ সমাবেশ হিসাবে ক্ষমতাসীন দলকে বিব্রত করার মতো অ-সংসদীয় উপায় ব্যবহার করতে দ্বিধা করেন না এবং এই কৌশলগুলি কিছুটা হিংস্র হয়ে উঠতে পারে।

10. ডিফেকশন অ্যান্ড অ্যান্টি-ডিফেকশন অ্যাক্টের রাজনীতি:

একটি রাজনৈতিক দল থেকে অন্য রাজনৈতিক দলের আনুগত্যের সুবিধাবাদী স্থানান্তরের জন্য হ'ল শব্দটি হ'ল শব্দটি। যখন কোনও বিধায়ক কোনও দলের টিকিটে নির্বাচিত হন, তবে পরে স্বার্থপর কারণে তার ভোটারদের সম্মতি ছাড়াই অন্য একটি দলে যোগ দেন, তাকে বলা হয় অব্যাহতি।

অ্যান্টি-ডিফেকশনঅ্যাক্ট, ১৯৮৫ অচলাবস্থা বন্ধ করতে চেয়েছিল, যাতে নির্দিষ্ট নীতি এবং একটি নির্দিষ্ট দলের টিকিটে নির্বাচিত প্রতিনিধিরা তাদের নির্বাচনের সময়ভোটারদের দ্বারা আস্থাভাজন বিশ্বাসের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা না করতে দেয়।